সোপান

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি):
একটি অতিদারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

UKaid
from the British people

সোপান

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি):
একটি অতিদারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন

UKaid
from the British people

প্রকাশনা উপদেশক
গোলাম তৌহিদ, সিনিয়র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

বিশেষ কৃতজ্ঞতা
একিউএম গোলাম মাওলা, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ
ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

নির্বাহী সম্পাদক
ড. শরীফ আহম্মদ চৌধূরী, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ; এবং প্রকল্প পরিচালক, পিপিইপিপি
তানভীর সুলতানা, উপ-মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ; এবং উপ-প্রকল্প পরিচালক, পিপিইপিপি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মোঃ আইনুল হক, ডিপিসি, ইএসডিও
মোঃ পজিরুল ইসলাম, এপিসি, ইএসডিও

সংকলন ও সম্পাদনা
এ. এম ফরহাদুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ
মার্টিন স্বপন পান্ডে, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, পিপিইপিপি, পিকেএসএফ
আরাফাত রায়হান, এপিসি, পিপিইপিপি, পিকেএসএফ

সহযোগিতায়
মোঃ নাদিমুল ইসলাম, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, ইএসডিও
আনন্দ মোহন রায়, এমআইএস অফিসার, ইএসডিও
মোঃ আব্দুর রাকিব জয়, এমআইএস অফিসার, ইএসডিও

ফটোগ্রাফি
ভিজুয়াল একুয়েস্টিকস

মুদ্রণ ও ডিজাইন
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২২

প্রকাশনায়
ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়
পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) প্রকল্প
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

দায়মুক্তি: প্রকাশনাটি পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কর্তৃক মুদ্রিত। এখানে প্রকাশিত মতামত প্রকাশকের নিজস্ব এবং তা ব্রিটিশ সরকার ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নীতিমালার প্রতিফলন নয়।

সূচিপত্র

প্রাক্‌কথন	৪
এক নজরে পিপিইপিপি প্রকল্প	৫
সারসংক্ষেপ	১৫
প্রকল্পের সেবা ও অর্জন	২০
জীবিকায়ন	২০
আর্থিক সেবা	৩৪
পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা	৩৬
কমিউনিটি মোবিলাইজেশন	৪৭
দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীলতা	৫৬
নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন	৫৯
প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ	৬৫
প্রকল্পের কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র	৬৯

প্রাক্‌কথন

১৯৮৮ সালের ৩ এপ্রিল ঠাকুরগাঁও জেলায় গড়ে উঠে ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯১ সাল থেকে পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। গত ৩৪ বছর ধরে ইএসডিও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ৬১টি দাতা সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশের আটটি বিভাগের ৫১টি জেলার ৩৩১টি উপজেলাজুড়ে বিস্তৃত এক কোটি তৃণমূল মানুষের সাথে কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ছয় হাজার উন্নয়নকর্মীর নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিধি ব্যাপক পরিসরে বিস্তৃত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে ১৬টি পূরণে ইএসডিও খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশন, মানবাধিকার ও সুশাসন, কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ও দুর্যোগ মোকাবেলা, নারীর ক্ষমতায়ণসহ বিভিন্ন খাতে ১১২টি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়ন করছে। ইএসডিও-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নীতি অনুযায়ী অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠকে নিয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করে চলেছে।

দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাকে বিবেচনায় নিয়ে সমাজের পিছেয়েপড়া, পিছিয়েথাকা ও পিছিয়েরাখা মানুষের জন্য Pathways to Prosperity for Extremely Poor People (PPEPP) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ইএসডিও। প্রকল্পটিতে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে উন্নয়ন সহযোগী Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) এবং European Union (EU)। পিপিইপিপি প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মূলধারার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বিদ্যমান সেবা ও সামাজিক সুরক্ষায় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা। এই প্রকল্পটি ঠাকুরগাঁও, রংপুর, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলার আটটি উপজেলার ২৬টি ইউনিয়নে সংস্থা কর্তৃক ৩৭,২১৯টি খানা অতিদরিদ্র খানাভুক্ত যাদের মধ্যে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত খানার সংখ্যা ৩,৫০০টি। ৩৭,২১৯টি খানায় ১,৪৮,৮৭৬ জন অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অতিদরিদ্র ও পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে, জীবনযাত্রার মান টেকসইভাবে উন্নয়ন এবং অতিদারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি ব্যাপকভাবে ভূমিকা রাখছে। আমি এই প্রকল্পের সাফল্য কামনা করছি। পরিশেষে, এ প্রকল্প বাস্তবায়নে ইএসডিও-কে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বেছে নিয়ে কাজ করার সুযোগ প্রদান করায় পিকেএসএফ-এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

১. এক নজরে পিপিইপিপি প্রকল্প

পটভূমি

গত তিন দশক ধরে দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে দেশের গড় দারিদ্র্যের হার ক্রম-হ্রাসমান হলেও কিছু কিছু এলাকায় এখনও দারিদ্র্যের হার প্রকট। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর হিসাবে, ১৯৯১ সালের ৫৭ শতাংশ দারিদ্র্য হার ২০১৮ সালে ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪৩ শতাংশ থেকে কমে ১১.৯ শতাংশে পৌঁছেছে। কিন্তু তারপরও দেশের কিছু জেলায় অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে এখনও বহু মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন।

এ প্রেক্ষাপটে, উন্নয়ন সহযোগী যুক্তরাজ্যের 'ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)' এবং 'ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)'-এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' এপ্রিল ২০১৯ থেকে পিপিইপিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। পিপিইপিপি প্রকল্প একটি দ্বিতীয় প্রজন্মের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প, যা বাংলাদেশে অতিদারিদ্র্য বিমোচনে সফলভাবে বাস্তবায়িত পূর্ববর্তী প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করার পাশাপাশি অতিদরিদ্র মানুষদের টেকসইভাবে দারিদ্র্যাবস্থা থেকে বের করে আনার পথে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পিপিইপিপি প্রকল্পে কিছু নতুন সেবা যুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পের ডিজাইন চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে অতিদারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি যেমন: মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ (প্রাইম) প্রকল্প, ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প, চর লাইভলিহুডস প্রোগ্রাম (সিএলপি), ইকোনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অফ দ্যা পুওরেস্ট (ইইপি/সিঁড়ি) এবং টার্গেটিং দ্যা আল্ট্রা পুওর (টিইউপি) থেকে অভিজ্ঞতা ও শিখন গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

দু'টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূরণে পিপিইপিপি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে:

ক) ১০ লক্ষ মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসইভাবে অতিদারিদ্র্য বিমোচন; এবং

খ) অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদারে সহযোগিতা প্রদান।

প্রত্যাশিত ফলাফল

১) দশ লক্ষ মানুষের (২৫০,০০০টি খানাভুক্ত) অতিদারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসইভাবে সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা;

২) ৩৫৭,০০০ নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা প্রদান এবং প্রজননক্ষম নারী ও কিশোরীদের জন্য পুষ্টিকেন্দ্রিক বিশেষ সেবা সরবরাহ;

৩) ১২৫,০০০ নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং পরিবার ও কমিউনিটিতে নারীর ক্ষমতায়নে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আনা; এবং

৪) দশ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি।

লক্ষিত জনগোষ্ঠী

প্রকল্পের মোট লক্ষিত জনগোষ্ঠী ২.৫ লক্ষ অতিদরিদ্র খানার প্রায় ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষ। কৃষি-জলবায়ু ও আর্থ-সামাজিক ঝুঁকির ভিন্নতাকে বিবেচনায় নিয়ে তিনটি ভিন্ন ভৌগোলিক বাস্তবতায় ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়ন, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও অভিঘাত মোকাবিলায় প্রকল্পটি কাজ করছে।

সদস্য নির্বাচনের মানদণ্ড

মূল মানদণ্ড

ক) খানার প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তির মূল পেশা মজুরিভিত্তিক

খ) জমির পরিমাণ (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও হাওর অঞ্চলে ১০ শতাংশের বেশি নয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এলাকায় ২০ শতাংশের বেশি নয়);

গ) বসতবাড়ির অবকাঠামো (ঘরের ছাদ ও দেয়াল তৈরির উপকরণ হিসেবে ইট ব্যবহার করা হয়নি)

ঘ) খানার উপার্জনকারী ব্যক্তির সংখ্যা একের বেশি নয় এবং

ঙ) মাথাপিছু মাসিক আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার নিচে (সাতক্ষীরা: ১,৮৬৯/-; পটুয়াখালী ও ভোলা: ১,৯৮২/-; রংপুর: ১,৯১৩/-; কিশোরগঞ্জ: ২,০৪৫/-)।

পরিপূরক মানদণ্ড

ক) নারীপ্রধান খানা

খ) শিশুশ্রমের ওপর নির্ভরশীল খানা

গ) অভাবের কারণে কোনো একবেলা না খেয়ে থাকতে হয় এমন খানা

ঘ) খানায় এক বা একাধিক প্রতিবন্ধী সদস্য থাকা

ঙ) খানায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, দলিত বা তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য থাকা

কর্মএলাকা

দেশের তিনটি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। অঞ্চলগুলো হচ্ছে- উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ সংলগ্ন এলাকা (যেমন- কুড়িগ্রাম, নীলফামারি ও গাইবান্ধা); ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতাপ্রবণ দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল (যেমন- ভোলা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা); এবং বছরে প্রায় ছয় মাস জলাবদ্ধতার কারণে সীমিত জীবিকায়নের সুযোগ রয়েছে এমন উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চল (কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জ)।

পাশাপাশি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, দলিত ও অন্যান্য সুবিধাবঞ্চিত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর জেলা দু'টি প্রকল্পের কর্মএলাকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পিকেএসএফ পর্যায়ে ও মাঠ পর্যায়ের তথ্য-উপাত্ত বিশেষভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে ১৫টি জেলার ১৮৮টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দারিদ্র্য হারের আধিক্য ও অনগ্রসরতা বিবেচনায় ১২টি জেলার ৩৪টি উপজেলার ১৪৫টি ইউনিয়ন চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়।

প্রকল্পের কর্মএলাকা

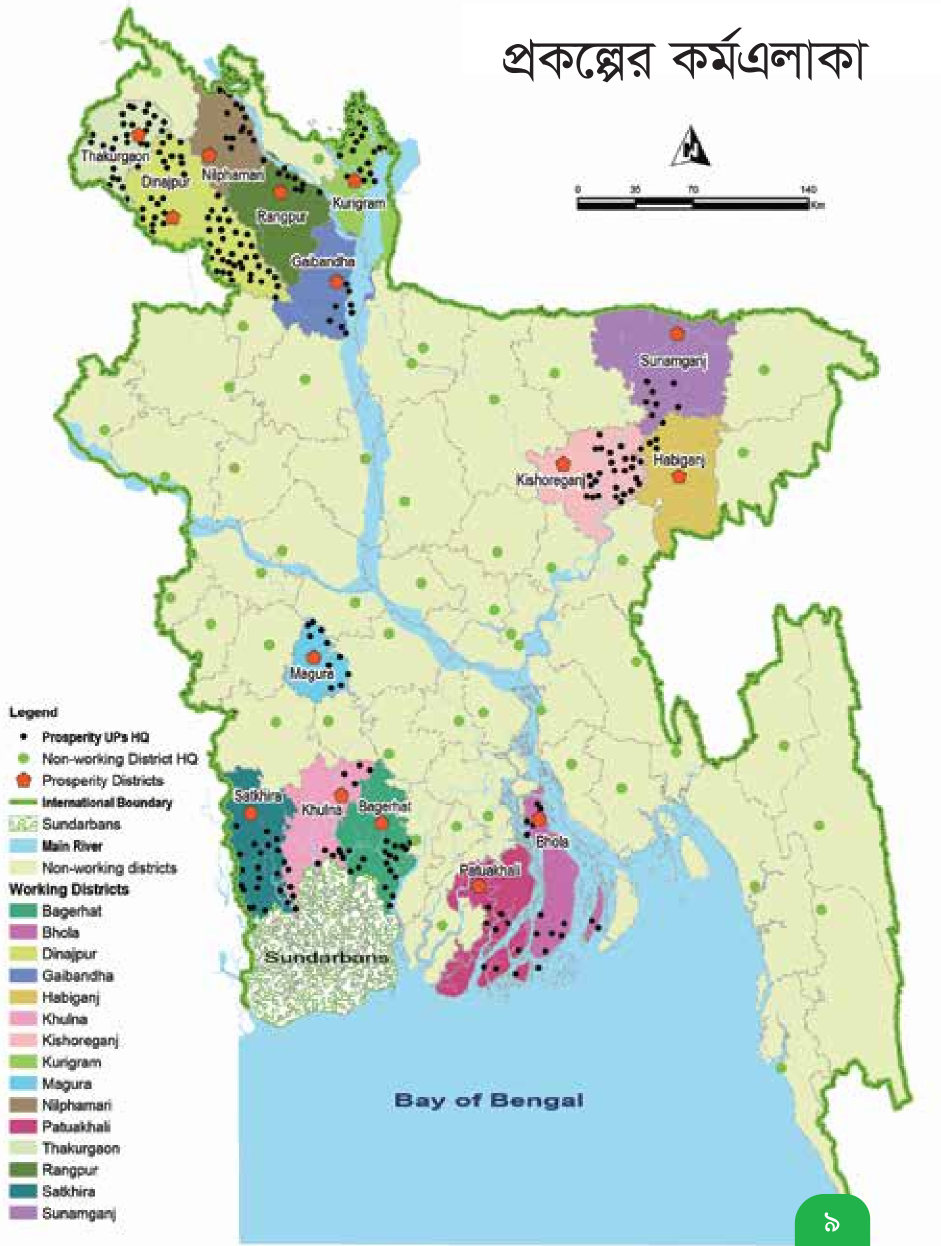

কম্পোনেন্ট

জীবিকায়ন ও উদ্যোগ উন্নয়ন
প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ
পুষ্টি
পিপিইপিপি প্রকল্প
নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন
কমিউনিটি মোবিলাইজেশন
দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীলতা

সহযোগী সংস্থা

তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ১৯টি সহযোগী সংস্থা প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। সহযোগী সংস্থা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অভিজ্ঞতা, জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমে দক্ষতা, কর্মএলাকায় দাপ্তরিক উপস্থিতি, আর্থিক সক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, প্রবৃদ্ধি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সূচক প্রভৃতি বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থাগুলো হচ্ছে- আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক), পরিবার উন্নয়ন সংস্থা (এফডিএ), গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস), হীড বাংলাদেশ, নবলোক পরিষদ, নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ), রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ), উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রচেষ্টা, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে), সেলফ-হেল্প এন্ড রিহেবিলিটেশন প্রোগ্রাম (শার্প), এসকেএস ফাউন্ডেশন, টিএমএসএস, দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে), পিপল্স ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন (পপি) এবং পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে)।

এক নজরে পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) প্রকল্প

মূল লক্ষ্য
১০ লক্ষ অতিদরিদ্র মানুষের টেকসই উন্নয়ন

কর্মএলাকা
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী উপজেলাসমূহ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকা -- জলবায়ুজনিত কারণে ঝুঁকিপূর্ণ এই তিন ভৌগোলিক অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত দেশের ১২ জেলার ৩৪টি উপজেলাভুক্ত ১৪৫টি ইউনিয়ন

খানা নির্বাচন
অতিদারিদ্র্যপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী অতিদরিদ্র নারী, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি, শিশুশ্রম-নির্ভর খানাসহ পিছিয়েপড়া গোষ্ঠী

মূল কার্যক্রম
জীবিকায়ন, পুষ্টি, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন

ক্রস-কাটিং ইস্যু
দুর্যোগ ও জলবায়ু সহিষ্ণুতা, জেন্ডার সমতার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও প্রতিবন্ধিতা

উন্নয়ন সহযোগী
যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও; ভূতঃপূর্ব ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)

মূল বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

মাঠপর্যায়ের সহযোগী সংস্থা
পিকেএসএফ-এর ১৯টি সহযোগী সংস্থা

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন
www.ppepp.org

ইএসডিও কর্তৃক কুড়িগ্রাম, রংপুর, নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বাস্তবায়নাধীন পিপিইপিপি প্রকল্পের অগ্রগতি

ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

ইএসডিও ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। সংস্থাটি ১৯৯১ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। পিকেএসএফ-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ইএসডিও বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এই প্রতিবেদনে কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার যাত্রাপুর ও পাঁচগাছি ইউনিয়ন; নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ও বেরুবাড়ী ইউনিয়ন; রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার মর্ণেয়া, লক্ষীটারি ও গজঘন্টা ইউনিয়ন; নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার বালাগ্রাম, ডাউয়াবাড়ি ও গোলমুন্ডা ইউনিয়ন; ডিমলা উপজেলার খালিশা চাপানি ও ঝুনাগাছ চাপানি ইউনিয়ন; ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার নারগুন, জগন্নাথপুর, রহিমানপুর, বালিয়া, বড়গাঁও, আকচা, জামালপুর, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা ইউনিয়ন; পীরগঞ্জ উপজেলার পীরগঞ্জ পৌরসভা, বৈরচুনা ও ভোমরাদহ ইউনিয়ন; এবং রানীশংকৈল উপজেলার রানীশংকৈল পৌরসভা, নেকমরদ ও ধর্মগড় ইউনিয়নে গত এপ্রিল ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ইএসডিও কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পিপিইপিপি প্রকল্পের অগ্রগতি ও অর্জন তুলে ধরা হয়েছে।

২. সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ গত কয়েক দশকে আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন ও মানবসম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর হিসাবে, ১৯৯১ সালের ৫৯ শতাংশ দারিদ্র্য হার ২০১৮ সালে ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। একই সময়ে অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা ৪৩ শতাংশ থেকে কমে ১১.৯ শতাংশে পৌঁছেছে। কিন্তু তারপরও দেশের কিছু জেলায় অতিদরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি এবং ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে এখনও বহু মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছেন।

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) যুক্তরাজ্যের 'ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও)' এবং 'ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)' অর্থায়িত এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেশের শীর্ষ উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান 'পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)' কর্তৃক বাস্তবায়িত একটি বহুমাত্রিক অতিদারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

প্রকল্পের প্রধান তিনটি কম্পোনেন্ট, যথা- জীবিকায়ন, পুষ্টি এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের আওতায় লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মূল কম্পোনেন্টগুলোর ক্রস-কাটিং ইস্যু হিসেবে দুর্যোগ ও জলবায়ু অভিযোজন, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ কার্যক্রম সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অতিদরিদ্র অবস্থা থেকে বের করে মূলধারায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে টেকসইভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে সংযুক্ত করা এবং অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত কাঠামো জোরদার করতে সহযোগিতা প্রদান করছে। পিপিইপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে অতিদরিদ্র মানুষকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রাপ্তি এবং অভিগম্যতা সৃষ্টিতে বিশেষভাবে জোর দেয়া হচ্ছে।

পিকেএসএফ-এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা হিসেবে কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার যাত্রাপুর ও পাঁচগাছি ইউনিয়ন; নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ও বেরুবাড়ী ইউনিয়ন; রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার মর্ণেয়া, লক্ষীটারি ও গজঘন্টা ইউনিয়ন; নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার বালাগ্রাম, ডাউয়াবাড়ি ও গোলমুন্ডা ইউনিয়ন; ডিমলা উপজেলার খালিশা চাপানি ও ঝুনাগাছ চাপানি ইউনিয়ন; ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার নারগুন, জগন্নাথপুর, রহিমানপুর, বালিয়া, বড়গাঁও, আকচা, জামালপুর, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা ইউনিয়ন; পীরগঞ্জ উপজেলার পীরগঞ্জ পৌরসভা, বৈরচুনা ও ভোমরাদহ ইউনিয়ন; এবং রানীশংকৈল উপজেলার রানীশংকৈল পৌরসভা, নেকমরদ ও ধর্মগড় ইউনিয়নে বসবাসরত ৩৬,১২১টি অতিদরিদ্র খানার দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পিপিইপিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানাগুলোকে সংগঠিত করে সংস্থাটি কর্মএলাকায় মোট ১,০২২টি 'প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি)' গঠন করেছে। স্থানভেদে এসব কমিটির সদস্য সংখ্যা ২০-৫০ জন। পিভিসিগুলোকে প্রকল্পের সব কার্যক্রমের 'কেন্দ্রস্থল' হিসেবে গড়ে তোলা হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন সেবা প্রদানের সুবিধার্থে কর্মএলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে প্রকল্প শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

নং	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা
১	যাত্রাপুর	সদর	কুড়িগ্রাম
২	পাঁচগাছি		
৩	ভিতরবন্দ	নাগেশ্বরী	
৪	বেরুবাড়ী		
৫	মর্ণেয়া	গংগাচড়া	রংপুর
৬	লক্ষীটারি		
৭	গজঘন্টা		
৮	বালাগ্রাম	জলঢাকা	নীলফামারী
৯	ডাউয়াবাড়ি		
১০	গোলমুন্ডা		
১১	খালিশা চাপানি	ডিমলা	
১২	ঝুনাগাছ চাপানি		
১৩	নারগুন	সদর	ঠাকুরগাঁও
১৪	জগন্নাথপুর		
১৫	রহিমানপুর		
১৬	বালিয়া		
১৭	বড়গাঁও		
১৮	আকচা		
১৯	জামালপুর		
২০	ঠাকুরগাঁও পৌরসভা		
২১	পীরগঞ্জ পৌরসভা	পীরগঞ্জ	
২২	বৈরচুনা		
২৩	ভোমরাদহ		
২৪	রানীশংকৈল পৌরসভা	রানীশংকৈল	
২৫	নেকমরদ		
২৬	ধর্মগড়		

পিপিইপিপি প্রকল্প যাত্রা শুরুর পর বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯-এর কারণে প্রাথমিকভাবে সব কার্যক্রম বাঁধাগ্রস্ত হয়। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হন নিম্ন আয়ের মানুষ। ফলে, পারিবারিক উপার্জন কমে যায় এবং পারিবারিকভাবে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে কর্মএলাকার অতিদরিদ্র মানুষের মাঝে জরুরি খাদ্য বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে ভিন্ন ধারায় কার্যক্রম পরিচালনায় পিকেএসএফ থেকে ইএসডিও-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়। এতে করে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও প্রকল্পের কার্যক্রমে নতুন গতি পায়। পরবর্তীতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ ও সংগঠিতকরণ, কমিউনিটি-ভিত্তিক দল গঠন, পুষ্টি ও জীবিকায়নসহ অন্যান্য সেবা প্রদানের কাজ শুরু করা হয়।

৩৬,১২১টি
অতিদরিদ্র খানা সংগঠিতকরণ

১,০২২টি
প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি) গঠন

৫,৯৫৫টি
কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন

৫,৬৯৬টি
খানায় কৃষিজ ও অকৃষিজ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান

৩০,২২৪টি
সবজি বাগান স্থাপন

২৯,৮৫৪টি
খানায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে নমনীয় ঋণ সেবা প্রদান

৩০টি
প্রসপারিটি বাড়ি স্থাপন

৩৬,১২১টি
খানায় পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ

১৯,৬৬২টি
০-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে অপুষ্ট শিশু হিসেবে চিহ্নিত

২৫,৭৪৩টি
শিশুকে সরকারি বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে (ভিটামিন এ+ ক্যাম্পেইন, হাম ও রুবেলা ক্যাম্পেইন, কৃমিনাশক ক্যাম্পেইন ও পোলিও টিকা ক্যাম্পেইনে) যুক্তকরণ

১৭,৯৬৯ জন
গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী এবং কিশোর-কিশোরী অপুষ্টিতে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত

৩৩,৭১৬ জন
মা ও কিশোরীকে আয়রন ও ফলিক এসিড ট্যাবলেট এবং টিটেনাস টিকা ক্যাম্পেইনে যুক্তকরণ

২৯,৯৭৬টি
সামাজিক আচরণ পরিবর্তন বিষয়ক সেশন অনুষ্ঠিত

৫,১৪২ জন
নারীকে প্রসব-পূর্ব এএনসি সেবা ও প্রসব-পরবর্তী পিএনসি সেবা প্রদান

১,৫২৫টি
অতিদরিদ্র খানাকে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা প্রদান

৫,৫৭৮টি
নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানায় কোভিড পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় প্রায় ৫০,২০২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়

পিকেএসএফ-এর অন্যতম সহযোগী সংস্থা হিসেবে ইএসডিও কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার যাত্রাপুর ও পাঁচগাছি ইউনিয়ন; নাগেশ্বরী উপজেলার ভিতরবন্দ ও বেরুবাড়ী ইউনিয়ন; রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার মর্ণেয়া, লক্ষীটারি ও গজঘন্টা ইউনিয়ন; নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার বালাগ্রাম, ডাউয়াবাড়ি ও গোলমুন্ডা ইউনিয়ন; ডিমলা উপজেলার খালিশা চাপানি ও ঝুনাগাছ চাপানি ইউনিয়ন; ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার নারগুন, জগন্নাথপুর, রহিমানপুর, বালিয়া, বড়গাঁও, আকচা, জামালপুর, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা ইউনিয়ন; পীরগঞ্জ উপজেলার পীরগঞ্জ পৌরসভা, বৈরচুনা ও ভোমরাদহ ইউনিয়ন; এবং রানীশংকৈল উপজেলার রানীশংকৈল পৌরসভা, নেকমরদ ও ধর্মগড় ইউনিয়নে গত এপ্রিল ২০১৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত জীবিকায়ন ও পুষ্টি কম্পোনেন্টের আওতায় মোট ৫,৯৫৫ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অনুদান ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ১৮,১৭১টি খানা আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ঋণ সহায়তা পেয়েছে।

পাশাপাশি, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫,৬৯৬ জন সদস্যকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যরা লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। সাথে সাথে পরিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য ১,২৯৩টি খানায় পুষ্টি সংবেদনশীল আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ৩০,২২৪টি সবজি বাগান স্থাপনে মৌসুমভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের সবজি বীজ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২৯,৮৫৪টি খানায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে ১০২ কোটি টাকা নমনীয় ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ৫,৫৭৮টি নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানায় কোভিড পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলায় প্রায় ৫০,২০২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ইএসডিও প্রসপারিটি প্রকল্পের কর্মএলাকায় ০-৫৯ মাস বয়সী শিশু, গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা, কিশোর-কিশোরীরা পুষ্টি কম্পোনেন্টের আওতায় নিয়মিত পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন। প্রকল্পের আওতায় গর্ভবতী ও ০-৫৯ মাস বয়সী শিশুর মায়েদের নিয়ে ৩৭টি মা ও শিশু ফোরাম গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া, ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোরীদের নিয়ে ২৯টি কিশোরী ক্লাব ও একই বয়সী কিশোরদের নিয়ে ৭টি কিশোর ক্লাব গঠন করা হয়েছে। সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি) কর্তৃক পুষ্টি অবস্থা পরিমাপপূর্বক ১৯,৬৬২টি ০-৫৯ মাস বয়সী শিশুকে অপুষ্ট শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১২২টি শিশুকে মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিতে আক্রান্ত হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রেফার করা হয়েছে। এছাড়া, ২,২৮৯ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী ও ১৫,৬৮০ জন কিশোর-কিশোরী অপুষ্টিতে আক্রান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা পেয়েছেন।

কর্মএলাকার দুর্গম ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী মানুষের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালিত হচ্ছে। এ পর্যন্ত গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ১,৮২৩ জন, চক্ষু ক্যাম্পে ১৩৪ জন চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ৮৩ জনের চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২১,২৫৪ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী এবং কিশোরীকে আয়রন ও ফলিক এসিড ট্যাবলেট খাওয়ানো এবং ১২,৩৬২ জন কিশোরী ও নারীকে টিটেনাস (ধনুষ্টংকার) টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, ২,৫৪৮ জন নারী প্রসব-পূর্বকালীন এএনসি সেবা এবং ২,৫৯৪ জন নারী প্রসব-পরবর্তী পিএনসি সেবা পেয়েছেন।

৩. প্রকল্পের সেবা ও অর্জন

৩.১ জীবিকায়ন

কর্মএলাকাজুড়ে অতিদরিদ্র সদস্যদের খানার সক্ষমতা, জলবায়ু-ঝুঁকি, বাজার সংযোগের সুবিধা প্রভৃতি বিবেচনায় নিয়ে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (আইজিএ) প্রদান করা হচ্ছে। তহবিল ও সম্পদ হস্তান্তরের পাশাপাশি সদস্য খানাগুলোতে প্রকল্পের আওতায় আইজিএ স্থাপন, সম্প্রসারণ ও প্রতিরূপায়ণে হাতেকলমে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আইজিএ স্থাপন, উদ্যোগ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে খানার সম্পদ ও সক্ষমতা বিবেচনা করে অনুদানের পাশাপাশি নমনীয় ঋণ সুবিধাও প্রদান করা হচ্ছে। একই সাথে, উৎপাদন বৃদ্ধি ও ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে খানাগুলোকে ভ্যালু চেইন সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্পে ছয়টি কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে, যথা- আর্থিক সেবা, দক্ষতা উন্নয়ন, কারিগরি সেবা, উদ্যোগ উন্নয়ন, বাজার সম্প্রসারণ ও জলবায়ু-সহনশীল জীবিকায়ন। চিহ্নিত অতিদরিদ্র মানুষকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে টেকসইভাবে মুক্ত করা এবং জীবনমান উন্নয়নের জন্য পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় কম্পোনেন্টের এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। জীবিকায়ন কার্যক্রমের আওতায় ফসল ও মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও ছাগল-ভেড়া পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাইয়ের কাজ, বাঁশ-বেতের উপকরণ তৈরি, মোবাইল সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং ইত্যাদি কর্মকাণ্ড অতিদরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। অনেক ক্ষেত্রে, স্থানীয়ভাবে সম্ভাবনাময় জীবিকায়নের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যমান ভ্যালু চেইন ও বাজার ব্যবস্থারও উন্নয়ন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে, পিপিইপিপি প্রকল্পের সদস্যদের মাধ্যমে স্থাপিত ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এছাড়া, জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট পরোক্ষ পুষ্টিকেন্দ্রিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড প্রসারেও ভূমিকা পালন করছে। নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে জীবিকায়ন কম্পোনেন্ট বৃহৎ পরিসরে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে:

- নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানার সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন।
- নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধি।
- ঘাতসহনশীল আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিতকরণ।
- টেকসইভাবে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও আধা-বানিজ্যিক খামারে উন্নীত করে আয় বৃদ্ধি।
- অতিদরিদ্র খানার সদস্যদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত পুষ্টির সংস্থানে সহায়তা প্রদান।

৩.১.১ কৃষি প্রতিবেশ অঞ্চলভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড নির্বাচন

প্রকল্পের আওতায় উপযুক্ত জীবিকায়নের সুযোগ নির্ধারণের জন্য নির্দিষ্ট ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী জীবিকায়ন মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। জীবিকায়ন মানচিত্রের উদ্দেশ্য- পিপিইপিপি কর্মএলাকায় কৃষি প্রতিবেশ, অর্থনীতি ও পুষ্টি নিরাপত্তার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কৃষিজ ও অকৃষিজ জীবিকায়নের সুযোগ চিহ্নিত করা। জীবিকায়ন মানচিত্রের ফলে সদস্যরা সহজে কৃষিজ বা অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড নির্বাচনে সক্ষম হন।

জীবিকায়ন মানচিত্র প্রণয়নে বিবেচিত প্রধান মানদণ্ডসমূহ

মানদণ্ড	বিবেচ্য বিষয়
মৌসুম ও এলাকা	ঋতু ও এলাকাভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের উপযুক্ততা
পরিবেশ	নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে গৃহীত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের জলবায়ু ঝুঁকি ও সম্ভাবনা
উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ ও বাজার চাহিদা	বাজার চাহিদা রয়েছে এমন পণ্য উৎপাদন
সহজ বাস্তবায়ন	বিদ্যমান বিচ্ছিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডগুলো গুচ্ছাকারে বাস্তবায়ন
রূপান্তরযোগ্যতা	সফলভাবে বাস্তবায়িত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডগুলো অন্যত্র প্রতিরূপায়ণ
স্বাস্থ্য বা পুষ্টি	প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খানার পুষ্টি চাহিদা মেটাতে পারে এমন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড
ইনপুটের প্রাপ্যতা	আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ইনপুট নির্দিষ্ট এলাকায় আছে কিনা
বাজারজাতকরণ	কর্মএলাকার স্থানীয় বাজারে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে উৎপাদিত পণ্যগুলো বাজারজাতকরণের সুযোগ
আয়ের সম্ভাবনা	আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড থেকে আয়ের সম্ভাবনা
দারিদ্র্য দূরীকরণ	অতিদরিদ্র খানায় সহজে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা এবং টেকসই আয়ের উৎস হিসেবে প্রমাণিত কিনা

৩.১.২ লাইভলিহুডস ম্যাপিং

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ অতিনাজুক জনগোষ্ঠীকে উন্নত জীবিকায়নের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য প্রকল্প বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই উদ্যোগের আওতায় টেকসই আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড প্রসারে প্রযুক্তি সহয়তা প্রদান করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে প্রকল্প অতিনাজুক এলাকাগুলোর জন্য লাইভলিহুডস ম্যাপিং (জীবিকায়ন মানচিত্র) তৈরি করা হয়েছে। এতে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উপযুক্ত জীবিকায়নগুলোকে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সদস্যদের পছন্দ অনুযায়ী জীবিকায়ন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.১.৩ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন

প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত অতিদরিদ্র খানার সদস্যদের আগ্রহ, খানায় সম্পদের পরিমাণ, সদস্যের সামর্থ্য ও স্থানীয় বাজার সম্ভাবনার ভিত্তিতে বিভিন্ন কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড (আইজিএ) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

লাইভলিহুড ম্যাপঃ মর্ণেয়া, গঙ্গাচড়া, রংপুর

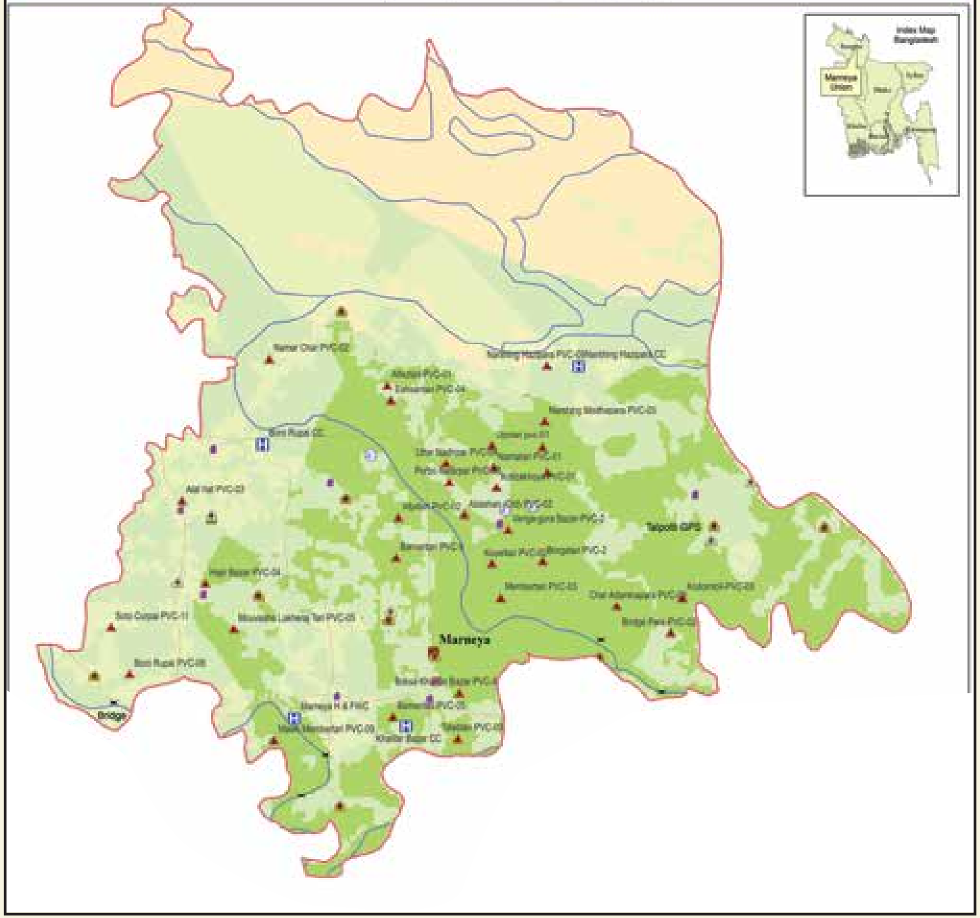

৩.১.৩.১ ফসলভিত্তিক

সর্বোচ্চ দুই শতাংশ জমি রয়েছে এমন অতিদরিদ্র সদস্যদের প্রকল্পের আওতায় সবজি চাষ কার্যক্রমের জন্য নির্বাচিত করে বিভিন্ন সবজিসহ ফল ও মসলার চারা বিতরণ করা হয়েছে। পুষ্টিসংবেদনশীল সবজি চাষ কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবজি বিক্রি করে সদস্যদের বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

বসতবাড়িতে পুষ্টি-সংবেদনশীল সবজি চাষের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সদস্যদের বীজ, চারা, সার, কীটনাশক ও প্রযুক্তিগত ইনপুট সহায়তাও প্রদান করছেন। দেশে প্রচলিত আধুনিক কৃষি মডেলের সঙ্গে সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে। এসব আধুনিক কৃষি মডেলের মধ্যে বসতবাড়িতে বহু স্তরে সবজি চাষ, উল্লম্ব (ভার্টিকাল) সবজি বাগান, উদ্ভিজ্জ বীজ সংরক্ষণ ও জৈব বালাইনাশক পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। বেশিরভাগ সদস্যই আশানুরূপভাবে নির্ধারিত জমিতে বীজতলা তৈরি করে বছরজুড়ে সবজি চাষ করছেন। প্রকল্পের আওতায় অনুদাননির্ভর ও অনুদানবিহীন মোট ২,০৯৭টি ফসলভিত্তিক আইজিএ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩.১.৩.২ প্রাণিসম্পদভিত্তিক

প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদভিত্তিক আইজিএ-এর মধ্যে রয়েছে ছোট পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালন, দেশী মুরগি পালন, কবুতর পালন এবং হাঁস (ডিম ও মাংসের জন্য) পালন কার্যক্রম। প্রকল্পের প্রশিক্ষিত কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ অতিদরিদ্র সদস্যদের দোরগোড়ায় কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছেন। এসব সেবার মধ্যে প্রাণিসম্পদের খোঁয়াড় ব্যবস্থাপনা, লালন-পালন পদ্ধতি, মানসম্পন্ন ছানা বা পুলেট সংগ্রহ, মানসম্পন্ন ফিড সংগ্রহ, ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক প্রদান অন্যতম। খানার পারিবারিক খাদ্য চাহিদা পূরণে নিরাপদ প্রাণিসম্পদভিত্তিক পণ্য, যেমন- ডিম ও মাংস উৎপাদন নিশ্চিত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, প্রকল্পের সদস্যদের স্থানীয় বাজারের সাথে যুক্ত করে উৎপাদিত পণ্য বিক্রির সুযোগ তৈরি করে দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় অনুদাননির্ভর ও অনুদানবিহীন মোট ৩,০৬৭টি প্রাণিসম্পদভিত্তিক আইজিএ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩.১.৩.৩ মৎস্য চাষভিত্তিক

বছরজুড়ে খানার পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি একটি আয়ের উৎস তৈরির উদ্দেশ্যে সদস্যের বসবাড়িতে ছোট পরিসরে মৎস্য চাষ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় সদস্যরা কার্প-মলা-তেলাপিয়া মিশ্র চাষ, ট্যাঙ্কে উচ্চ-মূল্যের মাছ চাষ, ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ, লিজকৃত পুকুরে মৎস্য চাষ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। প্রকল্পের আওতায় অনুদাননির্ভর ও অনুদানবিহীন মোট ৭৫০টি মৎস্যভিত্তিক আইজিএ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড

ফসলভিত্তিক	২,০৯৭টি
প্রাণিসম্পদভিত্তিক	৩,০৬৭টি
মৎস্যভিত্তিক	৭৫০টি
অকৃষিজ	৪১টি

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি
প্রদর্শনীর নামঃ মিনি

৩.১.৪ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে অতিদরিদ্র খানার কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তা পেয়ে অতিদরিদ্র খানাগুলো পরিবারের উপার্জন বাড়াতে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

ফসলভিত্তিক	১,৩৫০ জন	মৎস্যভিত্তিক	৬৫০ জন
প্রাণিসম্পদভিত্তিক	৩,২২৫ জন	অকৃষিজ	৪৭১ জন

৩.১.৫ কারিগরি সেবা

কারিগরি সহায়তা পেয়ে অতিদরিদ্র খানাগুলো আরো বিজ্ঞানসম্মত ও টেকসইভাবে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সক্ষম হচ্ছে। পিপিইপিপি প্রকল্পের কারিগরি কর্মকর্তা ও সহকারী কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ খানা পর্যায়ে নিয়মিত হাতে-কলমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছেন। এসব কর্মকর্তা 'আইজিএ ম্যাপিং'-এর মাধ্যমে সদস্যদের জন্য উপযুক্ত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড নির্বাচনে সহায়তা করছেন। এছাড়া, আইজিএ বাস্তবায়নে বিভিন্ন ইনপুট (যেমন- বীজ, চারা, বাচ্চা মুরগি, মাছের পোনা, ভ্যাকসিন, ওষুধ ও অন্যান্য সরঞ্জাম) সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান করছেন। পাশাপাশি, উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণেও সহায়তা দিচ্ছেন। প্রকল্পের সদস্য ও স্থানীয় কমিউনিটির মানুষের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির জন্য মোট ১,৭৯,৪৭৪ বোলাস/ভায়াল কৃমিনাশক, ক্ষুরা রোগের টিকা, লাম্পি স্কিন রোগের টিকা, তড়কা রোগের টিকা, গলা ফুলা রোগের টিকা, বাদলা রোগের টিকা, পিপিআর রোগের টিকা, রাণীক্ষেত রোগের টিকা ও ডাকপ্লেগ রোগের টিকা দেয়া হয়।

কারিগরি ও ইনপুট সহায়তা

১,৭৯,৪৭৪টি

বোলাস/ভায়াল প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান

৬২টি

মাঠ দিবস

৭০,২৬৫ বার

খানা পরিদর্শন

৩.১.৬ প্রসপারিটি বাড়ি

‘প্রসপারিটি বাড়ি’ পিপিইপিপি প্রকল্পের একটি অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ কর্মকাণ্ড। নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানায় ন্যূনতম ৭টি কৃষিজ ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মএলাকায় প্রসপারিটি বাড়ি স্থাপন করা হয়েছে। প্রসপারিটি বাড়ি স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- সংশ্লিষ্ট খানাটিকে একটি আত্মনির্ভরশীল খানা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি টেকসইভাবে বহুমুখী আয়ের সংস্থান সৃষ্টি। এ উদ্যোগে খানায় বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে জোর দেয়া হচ্ছে। প্রসপারিটি বাড়িতে প্রয়োজনীয় বাজার সংযোগ সেবাও প্রদান করা হয়। ইএসডিও-এর কর্মএলাকায় এ পর্যন্ত ৩০টি প্রসপারিটি বাড়ি স্থাপন করা হয়েছে।

৩.১.৭ ভ্যালু চেইন ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন

অতিদরিদ্র খানাগুলোতে উদ্যোক্তা হওয়ার প্রবণতা খুবই কম। তারপরও কিছু খানাকে সম্ভাবনাময় বিবেচনায় উদ্যোক্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আইজিএ বাস্তবায়নে অনুদানের পাশাপাশি খানাগুলোকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভ্যালু চেইন সেবা (যেমন- ইনপুট সহায়তা, বাজার সংযোগ ও ব্যবসা কৌশল প্রণয়ন) প্রদান করা হয়। ছোট পরিসরে মৎস্য চাষ, ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগি পালন, মাছ ধরার সরঞ্জাম তৈরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এমন ভ্যালু চেইন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে অনেক অতিদরিদ্র খানা প্রাথমিকভাবে সাফল্য দেখিয়েছে।

৩.১.৮ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অভিযোজনক্ষম জীবিকায়ন

প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নগুলো প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। এসব এলাকায় নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানাগুলোর জন্য বিভিন্ন জলবায়ু-সহনশীল কৃষিজ ও অকৃষিজ আইজিএ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.১.৯ মাঠ দিবস বা উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ

কর্মএলাকায় সফলভাবে বাস্তবায়িত কার্যক্রম অতিদরিদ্র সদস্যদের সরেজমিনে প্রদর্শনের মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তির অনুশীলনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মাঠ দিবস বা উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে সদস্যরা লাভজনক আইজিএ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় কারিগরি দিক-নির্দেশনা পাচ্ছেন। প্রকল্পের সদস্যদের জন্য ৬২টি ব্যাচের মাঠ দিবস (কৃষিভিত্তিক, প্রাণিসম্পদভিত্তিক ও মৎস্যভিত্তিক) আয়োজন করা হয়েছে।

কেইস স্টাডি

ছাগল পালনে স্বচ্ছলতা এসেছে বিথিকার

ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার নারগুন ইউনিয়নে বিথিকা মুর্মুর সংসার। স্বামী হাবিল বাস্কে পৈত্রিক সূত্রে এখানকার কহরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এ দম্পতির নিজেদের মালিকানায় কোনো জমিজমা নেই। ঘরও তুলেছেন সরকারি খাস জমিতে। বিয়ের পর বিথিকাও স্বামীর সাথে দিনমজুরের কাজ শুরু করেন। বিয়ের দুই বছরের মাথায় প্রথম সন্তান জন্মদানের পর বিথিকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর থেকে তিনি আর দিনমজুরের কাজ করতে পারেন না।

এদিকে, স্বামীর একার আয়ে সংসার ভালো চলে না। প্রায়ই অভাবের মাঝে দিন কাটে। এরমধ্যে কোভিড প্রকোপ শুরু হলে হাবিলের আয়-উপার্জন আরও কমে যায়। এ সময় প্রকল্পের আওতায় পরিবারটিকে তিন মাসে ৩,০০০/- করে মোট ৯,০০০/- দেয়া হয়। এই অর্থ সহায়তার কিছু অংশ বিথিকা পরিবারের খাদ্যদ্রব্যাদি কিনতে খরচ করেন এবং কিছু অংশ দিয়ে ৩টি বাচ্চা ছাগল কেনেন। পরবর্তীতে, কোভিড প্রকোপ কমে গেলে বিথিকাকে প্রকল্পের আওতায় আরও ৩টি ছাগল আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড হিসেবে অনুদান দেয়া হয়।

বিথিকার একান্ত প্রচেষ্টায় তাঁর বাড়ির ছোট খামারে এখন ছাগলের সংখ্যা ২১টি। ছাগলের খামারটি আরও বড় করার স্বপ্নের কথা জানিয়েছেন বিথিকা। বিথিকার মেয়ে ৯ম শ্রেণিতে পড়ে। তিনি জানান, মেয়েটি প্রতিদিন ২ কিলোমিটার পথ হেঁটে স্কুলে যায়। মেয়েকে দিনমজুরির কাজ নয়, পড়াশুনা করিয়ে তিনি উন্নত জীবিকা দিতে চান। এই দম্পতির ছোট ছেলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে।

৩.২ আর্থিক সেবা

প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র খানাগুলোর আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে তিন ধরনের আর্থিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আর্থিক সেবাগুলো হচ্ছে- অনুদান সহায়তা, উপযুক্ত ঋণ সহায়তা ও সঞ্চয়।

৩.২.১ অনুদান সহায়তা

ফসলভিত্তিক, প্রাণিসম্পদভিত্তিক, মৎস্যভিত্তিক ও অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ৪,৬৭৭ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সদস্য পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং পুষ্টি কম্পোনেন্টের আওতায় পুষ্টি সংবেদনশীল আইজিএ, পুষ্টি প্যাকেজ ও পুষ্টি প্লাস প্যাকেজ প্রভৃতি অনুদানভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩.২.২ জরুরি নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম

পিপিইপিপি প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর পরপরই কোভিড মহামারী শুরু হয়। দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণরোধে আরোপ করা হয় বিভিন্ন বিধিনিষেধ। এতে নিম্ন আয়ের মানুষের জীবিকা মারাত্মকভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। কোভিড বিধিনিষেধের সময়ে নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানায় খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী কেনার জন্য প্রতি খানায় ৯,০০০ টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। পরপর তিন মাসে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে এই নগদ সহায়তা বিকাশ, রকেট, নগদ ও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি সদস্যদের কাছে প্রেরণ করা হয়। ইএসডিও-এর মাধ্যমে এ কার্যক্রমের আওতায় ৫,৫৭৮টি নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানায় কোভিড পরিস্থিতিতে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবিলায় প্রায় ৫০,২০২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩.২.৩ উপযুক্ত ঋণ সহায়তা

প্রচলিত ঋণসেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অনিশ্চিত আয়, বাধ্যতামূলক সঞ্চয়, ঋণ যথাযথ ব্যবহারে দক্ষতার অভাব, আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রভৃতি উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের সদস্যদের জন্য নমনীয় ও সহজ শর্তের ঋণ পরিষেবা চালু করা হয়। নির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে অতিদরিদ্র সদস্যদের জন্য এ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে সদস্যরা সহজ শর্তে উপযুক্ত ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন টেকসই আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন। প্রকল্পের আওতায় ২৯,৮৫৪টি খানায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণে ১০২ কোটি টাকা নমনীয় ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.২.৪ সঞ্চয়

পিভিসি-এর আওতাভুক্ত সদস্যদের জন্য নমনীয় শর্তে সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে সদস্যরা সঞ্চয়কৃত অর্থ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারেন এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধিতে কাজে লাগাতে পারেন। ঋণ কার্যক্রমের আলোকে পিপিইপিপি প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের জন্য সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে, প্রধান বিবেচ্য লক্ষ্যগুলো নিম্নরূপ-

- সদস্যদের মাঝে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা।
- সদস্যদের সাধ্য অনুযায়ী সঞ্চয় করা।
- সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী যেকোনো সময় সঞ্চয় উত্তোলন করা।

প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর-২০২২ মাসে ২৮,২৫০ জন অতিদরিদ্র সদস্যের ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয় রয়েছে।

৩.৩ পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

মানুষের জীবনচক্রের ভিত্তিতে প্রকল্পের পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে অগ্রাধিকারে রয়েছেন গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশু, কিশোরী, সন্তা ন জন্মদানে সক্ষম বয়সী নারী, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। খানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে এসব সেবা প্রদানের পাশাপাশি প্রকল্পের পক্ষ থেকে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত সমন্বয় সভার মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে। এতে অতিদরিদ্র সদস্যরা সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত এবং জরুরি প্রয়োজনে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছেন। এতে স্বাস্থ্যসেবায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভিগম্যতা নিশ্চিত হচ্ছে।

৩.৩.১ প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুষ্টি সেবা হিসেবে স্বীকৃত ১৬টি প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমকে পিপিইপিপি প্রকল্পের পুষ্টি কম্পোনেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- নবজাতক ও শিশুর খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধি, অনুপুষ্টি সম্পূরক, কৃমিনাশক, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, তীব্র অপুষ্টি ব্যবস্থাপনা ও মায়ের পুষ্টি। স্থানীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (যেমন- কমিউনিটি ক্লিনিক, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন ও উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র)-এর সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ের পুষ্টি কর্মকর্তাবৃন্দ খানা পর্যায়ে প্রত্যক্ষ পুষ্টি সেবাগুলো প্রদান করছেন।

প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম

অপুষ্ট গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী (সংখ্যা) চিহ্নিতকরণ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান	২,২৮৯ জন
অপুষ্ট কিশোর/ কিশোরী চিহ্নিতকরণ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান	১৫,৬৮০ জন
আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট প্রাপ্ত নারী	২১,৩৫৪ জন
কৃমিনাশক ট্যাবলেট প্রাপ্ত কিশোর-কিশোরী	২০,৪৩১ জন
টিটেনাস (ধনুষ্টংকার) টিকাপ্রাপ্ত কিশোরী ও নারী	১২,৩৬২ জন
এএনসি সেবাপ্রাপ্ত গর্ভবতী নারী	২,৫৪৮ জন
পিএনসি সেবাপ্রাপ্ত প্রসূতি মা	২৫৯৪ জন
জিএমপি কার্ডের জন্য রেফারকৃত ৫ বছরের কম বয়সী মোট শিশু	২৮,৯৩৭টি

৩.৩.২ পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় পরোক্ষ পুষ্টি বা পুষ্টি-সংবেদনশীল সেবাগুলোর মধ্যে আছে বিভিন্ন কৃষি কার্যক্রম যা অতিদরিদ্র খানাগুলোতে পুষ্টিকর খাবারের সহজলভ্যতা সৃষ্টি, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, খানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে পুষ্টি সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি এবং সামাজিক ও আচরণ পরিবর্তন যোগাযোগ বিষয়ক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্লাব ও ফোরাম গঠন করা হয়েছে। পিপিইপিপি প্রকল্পের পরোক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমগুলো মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে পুষ্টি কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও প্রকল্প ইউনিটের জীবিকায়ন কর্মকর্তা ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কমকর্তারা সহযোগিতা প্রদান করছেন।

৩.৩.২.১ ক্লাব ও ফোরাম গঠন ও কার্যক্রম

ক) মা ও শিশু ফোরাম

মা ও শিশু ফোরাম প্রত্যক্ষ পুষ্টি কার্যক্রমের পাশাপাশি কিছু পরোক্ষ পুষ্টি সেবা, যেমন- মা ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে কাজ করছে। কর্মএলাকায় ৩৭টি মা ও শিশু ফোরামের অধীনে ৮১৩ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের সংগঠিত করা হয়েছে। প্রতিটি ফোরামে শিশুদের জন্য 'প্লে জোন' এবং দুগ্ধদানকারী মায়েদের জন্য 'ব্রেস্টফিডিং কর্নার' স্থাপন করা হয়েছে।

খ) কিশোর-কিশোরী ক্লাব

কিশোর ক্লাব ও কিশোরী ক্লাবের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পুষ্টি, সুষম খাদ্য গ্রহণ ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার গুরুত্ব বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে পুষ্টি কর্মকর্তাবৃন্দ কাজ করছেন। এসব ক্লাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ে নিয়মিত সভা ও বিষয়ভিত্তিক সেশন পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া কিশোর ও কিশোরীদের বিনোদনের জন্য পৃথকভাবে বিভিন্ন খেলাধূলা (দাবা, ক্যারাম, লুডু, ফুটবল ইত্যাদি) ও নিজস্ব লাইব্রেরিতে দেশি-বিদেশি বিখ্যাত লেখকের বই পড়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক। ক্লাবের সদস্যদের মাধ্যমে ভবিষ্যতে নিজ নিজ কমিউনিটিতে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা ছড়িয়ে দেয়া এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এই ক্লাবগুলো প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য। পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও মানসিক বিকাশ এবং বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে দলগত সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কর্মএলাকায় ১০-১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে ২৯টি কিশোরী ক্লাব ও ৭টি কিশোর ক্লাব গঠন করা হয়েছে। কর্মএলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি)- এর তত্ত্বাবধানে এবং ক্লাব ও ফোরামের সদস্যদের অংশগ্রহণে মাসে ২টি করে উঠান বৈঠক ও ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া, এসব ফোরাম ও ক্লাবে পুষ্টি, সুষম খাদ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতেও কাজ করা হচ্ছে।

৩.৩.২.২ পুষ্টি বাগান

প্রকল্পের আওতায় 'আমাদের পুষ্টি বাগান', 'দাদুর পুষ্টি বাগান', 'সোনামণিদের পুষ্টি বাগান', 'কমিউনিটি ক্লিনিকের আঙ্গিনায় পুষ্টি বাগান' প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব বাগানের মধ্যে মা ও শিশু ফোরামের সদস্যদের মাধ্যমে 'সোনামণিদের পুষ্টি বাগান' এবং কিশোর ও কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মাধ্যমে 'আমাদের পুষ্টি বাগান' ও 'দাদুর পুষ্টি বাগান' (প্রবীণ সদস্যদের জন্য) স্থাপন করা হয়। এছাড়াও, স্থানীয় কমিউনিটিতে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর আঙিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়। বছরব্যাপি মৌসুমভিত্তিক এসব বাগানে নানা রকম শাক ও সবজি চাষ করা হচ্ছে। এসব পুষ্টি বাগানের লক্ষ্য, পরিবারের নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে খানাগুলোতে সবজি বাগান তৈরিতে সদস্যদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎসাহ প্রদান। ফোরাম বা ক্লাবের সদস্যরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজ নিজ পরিবারের চাহিদা পূরণে এসব বাগান থেকে সবজি নিতে পারেন। পাশাপাশি, অতিরিক্ত সবজি স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে মা ও শিশু ফোরাম বা কিশোর-কিশোরী ক্লাবের জন্য বাড়তি তহবিল গঠন করেন।

৩.৩.২.৩ বসতবাড়িতে পুষ্টি-সংবেদনশীল আইজিএ স্থাপন

অতিদরিদ্র খানাগুলোতে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পুষ্টি-সংবেদনশীল ফসল, হাঁস-মুরগি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য চাষভিত্তিক আইজিএ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রম প্রাথমিকভাবে অতিদরিদ্র খানাগুলোর পারিবারিক খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য গ্রহণ করা হলেও অতিরিক্ত উৎপাদন বিক্রির মাধ্যমে খানাগুলোর উপার্জন বৃদ্ধিতেও সেগুলো অবদান রাখছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশিক্ষিত কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দ বসতবাড়িতে পুষ্টি-সংবেদনশীল কৃষিকাজের জন্য সদস্যদের কারিগরি সেবা প্রদান করছেন।

৩.৩.২.৪ সবজি চাষ

অতিদরিদ্র সদস্যদের পুষ্টি গ্রহণ নিশ্চিত করতে খাদ্য তালিকায় সবজি রাখার গুরুত্ব বিবেচনায় প্রকল্পের আওতায় দুই ধরনের সবজি বাগান তৈরি করা হচ্ছে। প্রথমত, যেসব অতিদরিদ্র খানায় বসতবাড়ির আঙিনায় এক শতাংশের কম জমি রয়েছে সেখানে সবজি বাগান তৈরি করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, পুষ্টি-সংবেদনশীল কার্যক্রমের আওতায় পিপিইপিপি প্রকল্পে সদস্যদের মাঝে মৌসুম অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের সবজির বীজ ও ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৩০,২২৪টি সবজি বাগান স্থাপন করা হয়েছে।

৩.৩.২.৫ স্বাস্থ্য ক্যাম্প ও স্যাটেলাইট ক্লিনিক

পিপিইপিপি প্রকল্পের কিছু কর্মএলাকা অত্যন্ত দুর্গম। ফলে সেখানে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোতে সাধারণ মানুষের অভিগম্যতাও খুব সীমিত। এ প্রেক্ষিতে কর্মএলাকায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় গাইনি ও শিশু ও চক্ষু রোগের চিকিৎসায় মোট ৪৭টি বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ক্যাম্প এবং ৪১৯টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন করা হয়েছে। ইএসডিও আয়োজিত এসব ক্যাম্প ও ক্লিনিক থেকে প্রায় ১২,৭০৪ জন অতিদরিদ্র মানুষ স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করেছেন। এসব স্বাস্থ্য ক্যাম্পে একজন সরকার নিবন্ধিত ডাক্তার ও স্থানীয় প্যারামেডিকদের মাধ্যমে অসুস্থ অতিদিরদ্র সদস্যদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ওষুধ ও চেকআপ সেবা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের সদস্যরা যেন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্যসেবা পান সে লক্ষ্যে প্রকল্পের পক্ষ থেকে সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।

৩.৩.৩ বাংলাদেশ সরকারের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবার সাথে সমন্বয়

প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্যদের সরকারি সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মএলাকায় স্থাপিত কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সাথে নিয়মিত সংযোগ সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সভায় ক্লিনিকের গর্ভবতী নারী, প্রসূতি নারী, নবজাতক শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে কী কী ধরনের সেবা ও ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান করা হয় সে বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে। এসব সভার পরে অতিদরিদ্র সদস্যরা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণে আরো বেশি আগ্রহী হচ্ছেন। ফলে নির্দিষ্ট কিছু রোগের ক্ষেত্রে তারা বাড়ির কাছেই স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়া, ২১,৩৫৪ জন কিশোরী ও নারীকে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট, ২০,৪৩১ জন কিশোর-কিশোরীকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট এবং ১২,৩৬২ জন কিশোরী ও নারীকে টিটেনাস টিকা পেতে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করা হচ্ছে।

কেইস স্টাডি

আলো দেখাচ্ছে মা ও শিশু ফোরাম

নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার গোলমন্ডা ইউনিয়নের পশ্চিম গোলমুন্ডা গ্রাম। গ্রামটির বেশিরভাগ মানুষের পেশা দিনমজুরি, ভ্যান চালনা ও কৃষি। এই গ্রামে পিভিসি পরিচালনার সময় প্রকল্পের সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা দেখেন, গ্রামটির অনেক শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। গ্রামের মানুষের সাথে কথাবার্তায় জানা যায়, মা ও শিশুর পুষ্টি সম্পর্কে গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই যথেষ্ট সচেতন নন।

প্রকল্পের আওতায় গ্রামের ৩০ জন গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের নিয়ে প্রসপারিটি মা ও শিশু ফোরাম গঠন করা হয়। মাসে ২ বার আয়োজিত সেশনে শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, আদর্শ খাবার রান্না প্রণালী, শিশুর বয়স অনুযায়ী দৈহিক ওজনসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা হয়। ফোরামের আওতায় একটি 'সোনামণিদের পুষ্টি বাগান' তৈরি করা হয়। এতে নিরাপদ সবজি উৎপাদন পদ্ধতি প্রদর্শন করা হয়।

পশ্চিম গোলমুন্ডা গ্রামের মা ও শিশু ফোরামের সভাপতি স্মৃতি আক্তার জানান, ফোরামের সদস্যদের শিশুরা এখন ঘনঘন অসুস্থ হয় না। এতে পরিবারগুলোতে চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। পরিবারগুলো বাড়ির আঙিনার জায়গা ফেলে না রেখে শাক-সবজি চাষে ব্যবহার করছেন। মায়েরা আগের চেয়ে ভালোভাবে সন্তানদের যত্ন নিতে পারেন। এই ফোরামের কার্যক্রম দেখতে পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাবা-মায়েরা আসেন ও বিভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করেন।

৩.৪ কমিউনিটি মোবিলাইজেশন

বিদ্যমান সেবা ও সুযোগ, অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া ও নাগরিক অধিকারের বিষয়ে অসচেতনতার কারণে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী সরকারি বিভিন্ন সেবা থেকে বঞ্চিত হন। এই সমস্যার সমাধানে প্রকল্পের পক্ষ থেকে একদিকে খানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে সোশ্যাল বিহ্যাভিয়ার চেইঞ্জ কমিউনিকেশন (এসবিসিসি) বা সামাজিক আচরণ পরিবর্তনে যোগাযোগ বৈঠক পরিচালনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে, সরকারি ও বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে অতিদরিদ্র মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধিতে অ্যাডভোকেসি প্রদান করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্য পূরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সংযুক্তকরণ ও সংবেদনশীলকরণের মাধ্যমে অতিদরিদ্র খানাগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে সরকারি-বেসরকারি সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অতিদরিদ্র খানাগুলোতে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রকল্পের আওতায় প্রসপারিটি ভিলেজ কমিটি (পিভিসি), যুব ফোরাম, মা ও শিশু ফোরাম, কিশোরী ক্লাব, কিশোর ক্লাব, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোরাম প্রভৃতি প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়েছে। অধিকারপ্রাপ্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধি, টেকসই জীবিকায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, জলবায়ু অভিঘাত, প্রতিবন্ধিতা, জেন্ডার সমতার মতো বিভিন্ন সার্বজনীন ইস্যু এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যা, যেমন- যৌতুক, বাল্যবিবাহ, পারিবারিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে এসব সংগঠন সমানভাবে গুরুত্বারোপ করছে।

পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতাভুক্ত জনগোষ্ঠীর সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সামষ্টিকভাবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সমাজের প্রভাবকদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে পিপিইপিপি প্রকল্পে কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের সেবা

পিভিসি, কিশোর-কিশোরী ক্লাব, মা ও শিশু ফোরাম ও প্রতিবন্ধী ফোরামে আচরণ পরিবর্তন ও সচেতনতামূলক সেশন

২৯,৯৭৬টি

সরকারি বিভিন্ন ক্যাম্পেইনে (ভিটামিন এ+ ক্যাম্পেইন, হাম ও রুবেলা ক্যাম্পেইন, কৃমিনাশক ক্যাম্পেইন ও পোলিও টিকা ক্যাম্পেইন) রেফারকৃত শিশুর সংখ্যা

২৫,৭৪৩টি

স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সভা

৩৮৪টি

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনে সহায়তাপ্রাপ্ত ব্যক্তি

১,৫২৫ জন

৩.৪.১ সরকারি সেবায় সংযোগ

সরকারি সেবাদানকারী বিভিন্ন দপ্তর, যেমন- উপজেলা সমাজসেবা অফিস, উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়, উপজেলা মহিলা ও শিশু বিষয়ক কার্যালয়, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা মৎস্য অফিস, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের সাথে পিপিইপিপি প্রকল্পের কমিউনিটি মোবিলাইজেশন টিম কর্তৃক অতিদরিদ্র ও আন্তঃগোত্রীয় অতিনাজুক ব্যক্তি (যেমন- প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নারী-প্রধান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত সদস্য প্রভৃতি)-এর বিভিন্ন সেবাপ্রাপ্তি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, অনুদান ইত্যাদির জন্য এ্যাডভোকেসি সভা ও কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে।

কর্মএলাকায় কমিউনিটি মোবিলাইজেশনের আওতায় অতিদরিদ্র সদস্যদের প্রাণিসম্পদের টিকাপ্রাপ্তির জন্য উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন, সমাজসেবা হতে সুবর্ণ নাগরিক কার্ড প্রাপ্তি, কমিউনিটি ক্লিনিক হতে জিএমপি কার্ড ও মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুকে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফার করা এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এই কম্পোনেন্টের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। উপজেলা পর্যায়ের সরকারি দপ্তর, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যসহ অতিদরিদ্র সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়। সভায় অতিদরিদ্র সদস্যরা তাদের সামগ্রিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

৩.৪.২ আচরণ পরিবর্তন

কম্পোনেন্টের আওতায় নারী, কন্যাশিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অন্যান্যদের প্রতি প্রচলিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিরর্তনের জন্য নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি, সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষের মৌলিক সেবাপ্রাপ্তী, কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা উন্নয়ন তথা সমাজের মূলস্রোতে সম্পৃক্তকরণ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র সদস্যদের সার্বিক কল্যাণে ইউপি সদস্য, ধর্মীয় নেতা, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের ভূমিকা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা সভা করা হচ্ছে। পিভিসি সেশনগুলোতে যৌতুক, নারী নির্যাতন, বাল্যবিয়ে প্রভৃতির কুফল ও করণীয় বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি কর্তব্য, বাড়ির আঙ্গিনায় নিরাপদ সবজি

চাষ, পতিত জমির সর্বোত্তম ব্যাবহার, পরিবারের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে। সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষের অধিকার রক্ষায় সরকারি সেবায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অভিগম্যতা সৃষ্টিতে প্রকল্পের কমিউনিটি মোবিলাইজেশন টিম সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের সাথে অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করছে।

কমিউনিটি পর্যায়ে আচরণ পরিবর্তনের অংশ হিসেবে উন্মুক্ত স্থানে কমিউনিটির জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে পথনাটক প্রদর্শনী করা হচ্ছে। পথনাটকে বাল্যবিয়ের কুফল, সরকারি সেবায় অভিগম্যতা, দুর্যোগের পূর্ব-প্রস্তুতি, নারীর অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে বিনোদনের মাধ্যমে কমিউনিটির মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

৩.৪.৩ ক্লাব বা ফোরাম গঠন

কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের আওতায় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম (পিভিসি, মা ও শিশু ফোরাম, কিশোর ক্লাব, কিশোরী ক্লাব, যুব ফোরাম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোরাম ইত্যাদি)-এর মাধ্যমে সংগঠিত সদস্য ও বৃহত্তর কমিউনিটির মানুষদের নাগরিক অধিকারসহ বিভিন্ন সামাজিক, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবেশগত বিষয়ে ‘সোশ্যাল বিহ্যাভিয়ার চেইঞ্জ কমিউনিকেশন (এসবিসিসি)’ সেশনের মাধ্যমে সচেতন করা হচ্ছে। এসব সেশনে বাল্যবিয়ে, যৌতুক, উত্তম পুষ্টিচর্চা, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কমিউনিটিভিত্তিক এই পদ্ধতিতে অতিদরিদ্র মানুষের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে অধিকার আদায়ের দাবি জোরদার হয়, ফলে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অধিকার আদায় ও সেবাপ্রাপ্তি সহজ হয়।

কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টের আওতায় যুব সমাজকে সংঘবদ্ধ করে স্থানীয় পর্যায়ে সব সরকারি-বেসরকারি সেবাপ্রাপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের অভিগম্যতা সৃষ্টি করা এবং সামাজিক অধিকার বিষয়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দাবি জোরালো করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় ‘যুব ফোরাম’ গঠন করা হয়েছে। যুব ফোরামের সদস্যরা বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন।

আলোর দিশারী ইকো কিশোর ক্লাব

কেইস স্টাডি

বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ করছে কিশোরী ক্লাব

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার পুষ্প রানী মণ্ডল প্রসপারিটি আদিতা ইকো-কিশোরী ক্লাবের একজন সদস্য। ক্লাবের নিয়মিত সেশনে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। হঠাৎ করেই পুষ্পের বাড়ি থেকে ছেলে দেখা শুরু হয় এবং পুষ্পকে বিয়ের জন্য চাপ দেয়া হয়।

পুষ্প বিষয়টি কিশোরী ক্লাবে জানায়। তখন প্রকল্পের সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (পুষ্টি) ক্লাবের সকল সদস্যদের নিয়ে পুষ্পের বাড়িতে যান এবং তার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলেন। এ সময় পুষ্পের বাবা-মাকে বাল্যবিয়ের বিভিন্ন কুফল, যেমন অপুষ্টি, পারিবারিক অশান্তি, স্বাস্থ্যঝুঁকি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাছাড়া, বাল্যবিয়ে যে একটি আইনত দণ্ডণীয় অপরাধ সেটিও জানানো হয়। ফলশ্রুতিতে, পুষ্পের বাবা-মা পুষ্পকে বিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন।

৩.৫ দুর্যোগ ও জলবায়ু সহনশীলতা

প্রকল্পের মাধ্যমে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত প্রশমনে কাজ করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের সাথে অতিদরিদ্র সদস্যরা যেন খাপ খাইয়ে নিতে পারেন সে উদ্দেশ্যে প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু-সহনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

কুড়িগ্রাম, রংপুর, নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁওসহ দেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বসবাসরত অতিদরিদ্র মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর প্রতিনিয়ত জলবায়ুজনিত দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এসব এলাকায় বসবাসকারী অতিদরিদ্র মানুষেরা নিয়মিতভাবে ক্ষেত্রভেদে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হন। এতে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি পুষ্টিহীনতার সমস্যা দেখা দেয়। এতে পরিবারের সদস্যরা স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন এবং ঘনঘন অসুস্থ হন। ফলে উৎপাদনশীলতা কমে যায়। অতিদরিদ্র সদস্যদের জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে দীর্ঘমেয়াদে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা তৈরিতে পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

৩.৫.১ জলবায়ু সহনশীল আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড

দুর্যোগজনিত কারণে স্থান বিশেষে স্বাভাবিক কৃষি কাজ বিঘ্নিত হওয়ায় পিকেএসএফ-এর নির্ধারিত মডেল অনুসরণ করে ইএসডিও কর্মএলাকায় সফলভাবে জলবায়ু সহনশীল আইজিএ বাস্তবায়ন করছে।

৩.৫.২ হ্যাজার্ড ম্যাপিং

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মএলাকাগুলোর ভৌগোলিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ইউনিয়নভিত্তিক হ্যাজার্ড ম্যাপিং (দুর্যোগ মানচিত্র) প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব মানচিত্রের মাধ্যমে কর্মএলাকার সার্বিক দুর্যোগের ঝুঁকির চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। দুর্যোগ মানচিত্রের মাধ্যমে কোন এলাকায় কোন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সে বিষয়ে ধারণা নিয়ে কর্মএলাকায় জলবায়ু সহনশীল ফসল চাষ (বন্যা বা লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান চাষ, ত্রি-স্তরের সবজি চাষ, সর্জান পদ্ধতি ফসল চাষ) এবং প্রাণিসম্পদ কার্যক্রম (মাঁচায় ছাগল পালন, মাঁচায় সোনালী বা ব্রয়লার মুরগি পালন কার্যক্রম) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ পরবর্তী সময়েও আয়ের উৎস চলমান রাখা সম্ভব হচ্ছে।

৩.৫.৩ দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা সৃষ্টি

কুড়িগ্রাম, রংপুর, নীলফামারী ও ঠাকুরগাঁও জেলার একটি বড় অংশ দুর্যোগপ্রবণ। কর্মএলাকায় দুর্যোগ-পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি হিসেবে কমিউনিটির ১১৫ জন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ৫ ব্যাচে উপজেলা দুর্যোগ প্রস্তুতি কর্মসূচির সেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে যারা সম্পৃক্ত থাকেন তাদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক উন্নয়ন ও একত্রে কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় উপজেলা কার্যালয় থেকে দুর্যোগের আগাম বার্তা সংগ্রহ করে বিভিন্ন ফোরামের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে এবং দুর্যোগের পূর্বে খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রস্তুতি গ্রহণ ও নিরাপদ স্থানে যেতে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, বিশেষ করে নাজুক ব্যক্তি, যেমন- গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা, শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রবীণদের পরিদর্শনের মাধ্যমে আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে বলা হচ্ছে এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করা হচ্ছে।

দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগপূর্ব করণীয় বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরিতে কর্মএলাকাতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সম্বলিত ৯টি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রকল্পের আওতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনে আশ্রয়কেন্দ্র থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়া, ক্ষতিগ্রস্ত খানায় ত্রাণ সামগ্রী সরবরাহ, আহতদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

কেইস স্টাডি

ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার সাথে মানিয়ে চলতে শিখেছেন জরিনা

জরিনা বেগমের বাড়ি রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া উপজেলার মর্ণেয়া ইউনিয়নে। তিস্তা তীরবর্তী এই এলাকা প্রায় প্রতিবছরই আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জরিনার স্বামী বর্ষাকালে নদীতে মাছ ধরেন। শুষ্ক মৌসুমে কৃষিকাজের জন্য ২০২০ সালে তিনি ৩৪ শতাংশ জমি বন্ধক নেন। ওই বছর জমিতে তিনি ফুলকপি চাষ শুরু করেন। কিন্তু হঠাৎ বন্যায় তার সব ফুলকপি নষ্ট হয়। এরপর আমন মৌসুমে বিরি-২৮ জাতের ধান রোপন করেন। আগস্টের বন্যায় সেই ধানও পঁচে যায়।

পরপর দু'বার ফসল নষ্ট হলেও জরিনা থেমে যাননি। তিনি ভৌগোলিক বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা পিপিইপিপি প্রকল্পের কারিগরি কর্মকর্তাকে জানান। প্রকল্পের কারিগরি পরামর্শে সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত জরিনা আগাম জাতের আলু চাষ করেন। এরপর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে তিনি সরিষার চাষ করেন। এরপর জুলাইয়ের শেষের দিকে বিরি-৫১ জাতের ধান চাষ করেন। প্রকল্পের কারিগরি কর্মকর্তা তাকে এই জাতের ধানবীজ সংগ্রহ করে দেন। এই ধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধান গাছ বন্যার পানিতে তলিয়ে গেলেও ১৫ দিন পর্যন্ত টিকে থাকে। ওই মৌসুমে কর্মএলাকায় বন্যা হলেও জরিনার ধানক্ষেত টিকে যায়। তার ধানক্ষেত ১৩ দিন পর্যন্ত পানিতে ডুবে ছিল। এ সময় পার্শ্ববর্তী ক্ষেতের ধান গাছগুলো পানিতে নষ্ট হলেও জরিনার ধান গাছ অক্ষত ছিল। সে বার ৩৪ শতক জমিতে বিরি-৫১ চাষ করে তিনি ২৬ মণ ধান পান। জরিনা এখন নিজেকে একজন সফল কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করছেন।

৩.৬ নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা অর্জন

অর্থনৈতিক উন্নতিতে অবদান রাখা সত্ত্বেও, বাংলাদেশে নারীদের বৃহৎ অংশেরই সম্পদের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরিবারের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও নারীদের প্রায় কিছুই বলার থাকে না। ফলে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অনেক ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। এই অসমতা দূর করার লক্ষ্যে ব্যক্তি পর্যায়, খানা পর্যায়, কমিউনিটি পর্যায় ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় -- এই চারটি স্তরে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

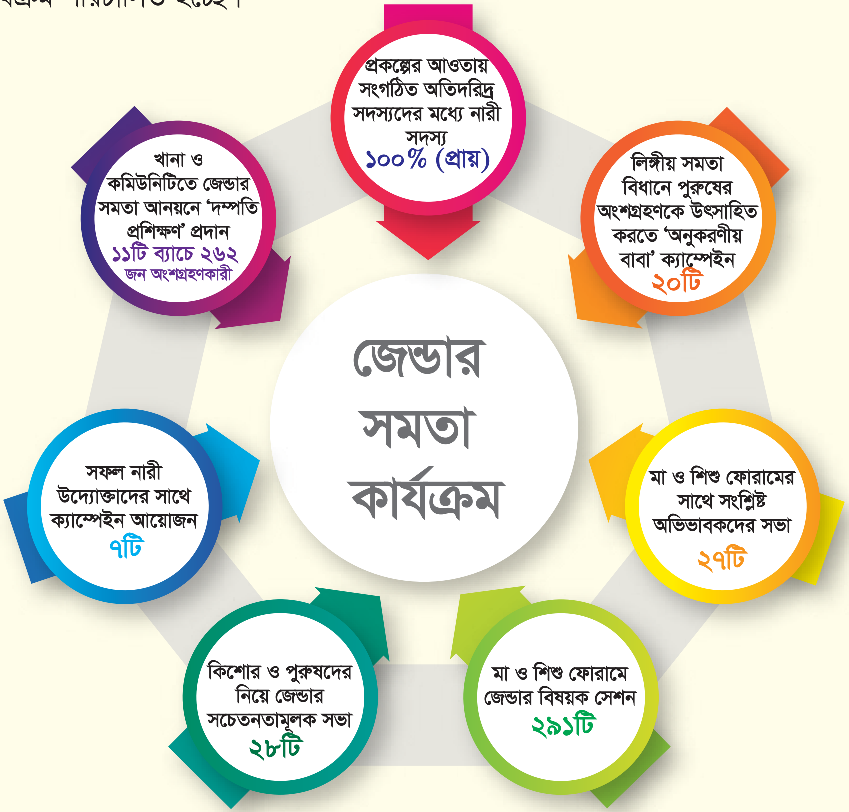

ব্যক্তি পর্যায়

ব্যক্তি পর্যায়ে আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগের কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তির জ্ঞান, মনোভাব, প্রেরণা ও দক্ষতা বৃদ্ধি। প্রকল্পের গ্রাম কমিটিসহ অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের সেশনগুলোতে নিয়মিতভাবে জেন্ডার সমতা, পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-পুরুষ উভয়ের অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। মা ও শিশু ফোরামের বৈঠকগুলোতে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের যত্নে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভূমিকা বিশেষ করে স্বামীর ভূমিকা, জেন্ডার বৈষম্য, অপুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে নারী সদস্যদের বিশেষ ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হচ্ছে।

খানা পর্যায়

খানা পর্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন যোগাযোগের কেন্দ্রে রয়েছে পুরুষ ও ছেলেদের যুক্ত করে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ। প্রকল্পের আওতায় খানা পর্যায়ে জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দম্পতি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে খানার সম্পদের ওপর নারীর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যৌথ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

কমিউনিটি পর্যায়

কমিউনিটি পর্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন যোগাযোগের মূলে রয়েছে গোষ্ঠীগত প্রয়োজন নির্ধারণ, অধিকার আদায় এবং সামাজিক প্রথার নেতিবাচক দিকগুলো পরিবর্তন। এ লক্ষ্যে কমিউনিটির মানুষদের নারীর অধিকার বিষয়ে আরো সংবেদনশীল করে গড়ে তুলতে জনসমাগমস্থলে পথনাটকের আয়োজন করা হচ্ছে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের কেন্দ্রে রয়েছে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি এবং আইন, নীতি ও প্রশাসনিক চর্চাগুলোকে পরিবর্তন বা উন্নত করার প্রচেষ্টা। ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে নারীর অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে পিপিইপিপি প্রকল্পের উদ্যোগে বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কমিউনিটির বৃহত্তর পরিসরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা বাড়াতে প্রকল্পের আওতায় রচিত সকল নির্দেশিকা (যেমন- জীবিকায়ন, পুষ্টি, কমিউনিটি মোবিলাইজেশন, প্রতিবন্ধিতা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত) বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে।

পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে জেন্ডার বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আয়োজন করা হচ্ছে। পিকেএসএফ পর্যায়, সহযোগী সংস্থা পর্যায় ও সদস্য পর্যায়ে সম্ভাব্য যৌন হয়রানি প্রতিরোধে এফসিডিও কর্তৃক প্রণীত 'সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন আন্ড এবিউজ অ্যান্ড সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট' শীর্ষক সুরক্ষা প্রটোকল গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৬.১ নারী-কেন্দ্রিক জীবিকায়ন

পিপিইপিপি প্রকল্প হতে প্রদত্ত আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রশিক্ষণগুলোতে নারীকে অগ্রাধিকারে রাখা হচ্ছে। এতে নারীর আয়ের উৎস তৈরি হচ্ছে এবং পরিবারে নারী সদস্যদের ব্যয় করার সামর্থ তৈরি হচ্ছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হচ্ছে।

৩.৬.২ ‘আমার পরিবার আমার ফুলবাগান’

নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় কমিউনিটিকে সচেতন করতে কর্মএলাকায় ‘আমার পরিবার আমার ফুলবাগান’ শীর্ষক দম্পতি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে খানায় নারী ও পুরুষের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

৩.৬.৩ ‘অনুকরণীয় বাবা’

কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে ‘অনুকরণীয় বাবা’ ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হচ্ছে। কর্মএলাকায় যেসব বাবা গৃহস্থালীর কাজে অংশ নেন, সন্তানদের পড়াশোনায় উৎসাহ দেন, ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তানের মাঝে ভেদাভেদ করেন না, সেসব বাবাদের এই ক্যাম্পেইনে সম্মানিত করা হচ্ছে।

৩.৬.৪ ‘আমরা পারি’

নারীকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতে পিভিসিতে কর্মএলাকার সফল নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে ‘আমরা পারি’ শীর্ষক উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এসব সভায় সফল নারী উদ্যোক্তারা তাদের প্রতিবন্ধকতা ও সাফল্যের গল্প অন্যান্যদের সামনে তুলে ধরেন।

৩.৬.৫ ‘আলোর পথের সহযাত্রী’

পরিবার ও সমাজে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরুষ ও কিশোরদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ‘আলোর পথের সহযাত্রী’ শীর্ষক ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হচ্ছে।

৩.৬.৬ নারী দিবস উদ্‌যাপন

কিশোর ক্লাব, কিশোরী ক্লাব ও যুব ফোরামের অংশগ্রহণে কর্মএলাকায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

কেইস স্টাডি

দম্পতি প্রশিক্ষণে বাড়ে নারী-পুরুষ সহমর্মিতা

আয়শা বেগমের বাড়ি রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলার মর্ণেয়া ইউনিয়নে। তিনি ‘নয়াটারী ইকো ভিলেজ কমিটির একজন সদস্য। তার স্বামী একজন রাজমিস্ত্রি। আয়শা বেগমের এলাকায় পারিবারিক কলহ, ঝগড়া-বিবাদ, নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি খুবই সাধারণ ঘটনা হিসেবে মেনে নেয়া হয়।

প্রকল্পের আওতায় ৫ দিনের দম্পতি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হলে আয়শা বেগম ও তার স্বামী তাতে অংশ নেন। আয়শা জানান, প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তাঁর স্বামী যেকোনো পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আয়শার সাথে আলোচনা করেন। ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা, চিকিৎসা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, কোনো কিছু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তারা পরামর্শ করেন। এমনকি, ঘরের কাজেও আয়শার স্বামী সহযোগিতা করেন।

প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ

৩.৭ প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে প্রকল্পের আওতায় 'টুইন ট্র্যাক' পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলস্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তি, যেমন- আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সেবা, বিভিন্ন কমিটিতে সম্পৃক্তকরণ এবং প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট সেবা, যেমন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠিত করতে ফোরাম গঠন, সহায়ক উপকরণ প্রদানের মতো উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পের অন্যান্য কম্পোনেন্ট ও ক্রস-কাটিং ইস্যুগুলোর সাথে প্রতিবন্ধিতা ইস্যুকে অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী অনেক ব্যক্তি সক্ষমতা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা অসচেতনতার কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়ে যান। পিপিইপিপি প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খানা ও কমিউনিটিতে সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পের সব সেবাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ কার্যক্রম

১. প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত প্রতিবন্ধী সদস্য ১২০২ জন

২. প্রতিবন্ধী ফোরাম গঠন ৮টি

৩. সহায়ক উপকরণ বিতরণ পেয়েছেন ৯৪ জন

৪. প্রতিবন্ধিতার পরিচয়পত্রের জন্য আবেদনে সহায়তা পেয়েছেন ৯০ জন

৩.৭.১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মূলস্রোতভুক্তকরণ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে প্রকল্পের সব কম্পোনেন্টের সেবাগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পৃক্তকরণে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী সদস্য রয়েছে এমন খানায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি সেবায় অভিগম্যতা বৃদ্ধি, প্রকল্পের অন্যান্য ক্লাব/ফোরামে অন্তর্ভুক্তি উল্লেখযোগ্য। প্রকল্পের আওতায় গঠিত সকল প্ল্যাটফর্মের নির্দেশিকায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

৩.৭.২ প্রতিবন্ধিতা সুনির্দিষ্ট কর্মকাণ্ড

প্রকল্পের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি-নির্দিষ্ট সেবাগুলোর মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোরাম গঠন, সুবর্ণ নাগরিক সনদপ্রাপ্তিতে সহায়তা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্তি, সহায়ক উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.৭.২.১ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোরাম

কর্মএলাকায় প্রতিবন্ধিতা একীভূতকরণ বিষয়টি ক্রসকাটিং ইস্যু হিসেবে প্রকল্পের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত। এই প্রক্রিয়ার অন্যতম একটি উদ্যোগ হচ্ছে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোরাম গঠন। এই উদ্যোগের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ করে প্রাপ্যসেবা ও সুযোগ নিশ্চিতকরণ এবং আত্মবিশ্বাস তৈরির মাধ্যমে সমাজে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মএলাকায় ১৫১ জন প্রতিবন্ধী সদস্য নিয়ে ৮টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ফোরাম গঠন করা হয়েছে। ফোরামের আওতায় সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হচ্ছে। ফোরামের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সংগঠিত হয়ে নিজেরাই স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা-বান্ধব উন্নয়নের প্রসারে ভূমিকা রাখছেন।

৩.৭.২.২ সুবর্ণ নাগরিক সনদপ্রাপ্তিতে সহায়তা

ইএসডিও-এর কর্মএলাকার অনেক প্রতিবন্ধী সদস্য সুবর্ণ নাগরিক কার্ডের আওতাভুক্ত ছিলেন না। পরবর্তীতে, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় কর্মএলাকায় ৯০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সুবর্ণ নাগরিক কার্ডপ্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩.৭.২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্তি

কর্মএলাকায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে অন্তর্ভুক্তির জন্য ১৫১ জন অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সরকারি ভাতাপ্রাপ্তিতে প্রকল্প থেকে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের সাথে সংযোগ স্থাপন ও নিবন্ধনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩.৭.২.৪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক উপকরণ বিতরণ

কর্মএলাকায় ৯৪ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ (হুইল চেয়ার, সাদাছড়ি, হেয়ারিং এইড, ক্র্যাচ, কমোড ও বার্ধক্যের লাঠি) বিতরণ করা হয়েছে। সহায়ক উপকরণ পেয়ে এসব ব্যক্তিদের চলাচল অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে।

কেইস স্টাডি

খুশির স্বপ্ন পূরণ

"মা, ও মা... কুডাই গেলা মা? আমার যে আর শুতি থাকপার মন চাওছে না মা। মোক একনা ঘুরি নিয়ে বেড়াও কেনে মুই একনা বেড়াবার চাবাইছি মা। মা, ও মা...।" খুশি একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। সারাদিন বিছানায় শুয়ে দিন কাটে। একাকিত্ব খুশির ভালো লাগে না। আর দশটা ছেলে-মেয়ের মতো সে-ও ঘুরে বেড়াতে চায়।

খুশিদের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নে। খুশির বাবা-মা দুজনই দিনমজুর। ব্যস্ততার মাঝে খুশির জন্য সময় বের করার সুযোগ কম। অনেক দিন যাবৎ একটি হুইল চেয়ার কেনার পরিকল্পনা করলেও সামর্থ করে উঠতে পারছিলেন না।

প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হলে খুশির পরিবারটি একটি অতিদরিদ্র পরিবার হিসেবে চিহ্নিত হয়। খানাটি বর্তমানে নিয়মিত প্রকল্পের বহুমুখী সেবা পাচ্ছে। গত ২৩ মার্চ ২০২২ তারিখে খুশির চলাচলের সুবিধার্থে প্রকল্পের আওতায় একটি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়।

৪. প্রকল্পের কার্যক্রমের কিছু স্থিরচিত্র

কৃমি নাশক ও টিকাদান কর্মসূচি

বীজ বিতরণ

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি) প্রকল্প
প্রদর্শনীর নামঃ ছাগল পালন
প্রদর্শনী বাস্তবায়নের তারিখ : ২৫/০৯/২০২২ ইং
সদস্যের নাম : মোছাঃ খাদিজা বেগম
খানা আইডি নং : ১৩১৭০১০২৩
গ্রাম কমিটির নাম : বানিয়া পাড়া-০১ প্রসপারিটি ইকো গ্রাম কমিটি
ইউনিয়নের নাম : গজঘন্টা
প্রকল্প অফিস : গজঘন্টা, গংগাচড়া, রংপুর।
বাস্তবায়নে : ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)
অর্থায়নে ও সহযোগিতায় : ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং পিকেএসএফ

সোপান

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি
পুওর পিপল (পিপিইপিপি):
একটি অতিদারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প

বাস্তবায়নে

অর্থায়ন ও কারিগরি সহযোগিতায়

প্রধান কার্যালয়: কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০, ফোন: +৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯, +৮৮-০৫৬১-৫১৫৯৯, মোবাইল: +৮৮-০১৭১৪-০৬৩৩৬০, ০১৭১৩-১৪৯৩৫০
ঢাকা অফিস: ইএসডিও হাউজ, প্লট নং-৭৪৮, রোড নং-৮, বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭, মোবাইল:+৮৮-০১৭১৩-১৪৯২৫৯, ফোন: +৮৮-০২-৫৮১৫৪৮৫৭
ইমেইল: esdobangladesh@hotmail.com,

পল্লী
কর্ম-সহায়ক
ফাউন্ডেশন
UKaid
from the British people